22

তারিখ 07 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

দৈঃ জনকণ্ঠ

শিক্ষার নামে প্রতারণা বন্ধ করা হোক

দেশে অননুমোদিত চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে দৈনিক জনকণ্ঠের ২-২-৯৬ইং ও ২৩-৬-৯৬ইং 'সম্পাদক সমীপে' বিভাগে প্রকাশিত পত্র দু'টির আলোকে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য অধিদফতর, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃপক্ষকে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা শহরের উত্তরায় একটি বেসরকারী ও অননুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জানুয়ারি ১৯৯৬ থেকে ডাক্তারি শিক্ষা কার্যক্রম চালু করে ক্রমাগতভাবে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে চলেছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, প্রতিষ্ঠানটির বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের স্বীকৃতি তো দূরের কথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধীকরণও আজ পর্যন্ত হয়নি। অথচ ৬৭৮/১৩ নং সরকারী নিবন্ধনকৃত কথাটি উল্লেখপূর্বক দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নিয়মিত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হচ্ছে। একথা সর্বজনবিদিত যে, বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা লাভের পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকায় একদিকে ভর্তি সমস্যা যেমন তীব্র আকার ধারণ করেছে অপরদিকে লাখ লাখ ছাত্রছাত্রী প্রতিবছর উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে প্রতিবছর হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী বিদেশ যেতে বাধ্য হচ্ছে। সঙ্কটের এই সুযোগ থেকে ফায়দা লোটার আশায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যবসা ফেঁদে বসেছে এদেশের কিছু সংখ্যক স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি। ফলে ভুঁইফোড়ের মতো রাতারাতি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠছে যত্রতত্র। এদেশে বেসরকারী চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া অত্যন্ত ব্যয়বহুল। প্রারম্ভিক ভর্তি ফী লাগে ৩ হতে ৪ লাখ টাকা যা নিম্ন ও মধ্যবিত্ত অভিভাবকদের সামর্থ্যের বাইরে। উত্তরার ঐ প্রতিষ্ঠানটি ভর্তি ফী মাত্র ১৫ থেকে ৫০ হাজার টাকায় সীমিত রেখে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত অভিভাবকদের প্রতারিত করে শিক্ষার নামে অবৈধ ব্যবসার এক অভিনব পথ খুলে বসেছে। এখানে ভর্তি হওয়ার জন্য ডিভিশনের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ভর্তি পরীক্ষা নেই। চেয়ারম্যান বা প্রশিক্ষকদের কোন মৌখিক জিজ্ঞাসাবাদও নেই। ভর্তি ফী একসাথে না দিতে পারলে ভেঙ্গে ভেঙ্গে জমা দেয়া যায়। ভর্তির টাকা জমা দিতেও কষ্ট কম। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো ব্যাংকে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে টাকা জমা দিতে হয় না। কেননা এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে কোথাও কোন ব্যাংক একাউন্ট নেই। ২/৩ জন কর্মচারী ডজনখানেক প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় টাকা গ্রহণ করে থাকেন। এত সুযোগ! ব্যাচের পর ব্যাচ ছাত্র ভর্তি হয়ে চলেছে এখানে। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে কোন উপাচার্য নেই। নেই কোন পরিচালনা পরিষদ বা ম্যানেজিং কমিটি। নেই কোন কোর্সের জন্য পৃথক ফ্যাকাল্টি। ইতোমধ্যে প্রকৌশল বিভাগে ছাত্র ভর্তিরও বিজ্ঞাপন কাগজে প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে ডাক্তারি পড়ার জন্য যেমন নেই কোন ল্যাবরেটরি তেমনি প্রকৌশল বিভাগে পড়ার জন্য নেই কোন যান্ত্রিক সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা। অথচ নিয়মিত ছাত্র ভর্তি করা হচ্ছে।

বর্তমানে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৪শ। ভর্তি সেমিস্টার ফী, বেতন ও অন্যান্য ফীসহ ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে এ যাবত কয়েক কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে। যতদূর জানা যায়, প্রতিষ্ঠানটির আসবাবপত্রগুলোও মাসিক ভাড়ায় সংগ্রহ করা। লেখাপড়ার কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা এখানে নেই, ব্যবস্থাপনাও নেই। সরকারের অস্বীকৃত এ প্রতিষ্ঠানটি আদৌ চলবে কিনা বা এখান থেকে পাস করা ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত কি হবে— এসব বিষয় নিয়ে গভীর হতাশা সৃষ্টি হয়েছে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে।

আমাদের প্রশ্ন বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের নাকের ডগায় এই রাজধানীতে প্রকাশ্য দিবালোকে এ ধরনের একটি অবৈধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের প্রতারণা করে শিক্ষার নামে ব্যবসা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে অথচ তাঁরা কি করছেন? এসব মন্ত্রণালয় ও কাউন্সিলের কি এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম রোধ করার কোন দায়-দায়িত্ব নেই?

ইতোপূর্বে দৈনিক জনকণ্ঠে একাধিকবার চিঠিপত্রের মাধ্যমে এ ধরনের ভুঁয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি তালিকা প্রকাশের জন্য ও তাঁদের কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও কাউন্সিলকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল; কিন্তু কুম্ভকর্ণের নিদ্রা অদ্যাবধি ভঙ্গ হয়নি। তাঁদের এই সুখনিদ্রায় আমরা কি একথাই মনে করব যে তাঁরাই এ ধরনের অবৈধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনক? তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায়ই বাংলাদেশে এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতারণার মাধ্যমে জনগণকে শোষণ করে চলেছে? সমগ্র জাতির জন্য বিষয়টি অত্যন্ত পরিতাপের। তাই বর্তমান সরকারের স্বাস্থ্য অধিদফতর, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের কাছে পুনরায় আমাদের দাবি, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে অবিলম্বে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির বৈধতার বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের একটি তদন্ত কার্য পরিচালনা করে প্রকৃত অবস্থা জনগণের সামনে প্রকাশ করা হোক। সম্ভব হলে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীর কথা ভেবে প্রতিষ্ঠানটিকে সরকারী অনুমোদনের ব্যবস্থা করে সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যেতে পারে। অন্যথায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বন্ধকরণসহ পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

আবুল কাশেম,
মিরপুর, ঢাকা।